দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

পাঠ্যসূচীতে ভ্রমণ বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ দরকার

পুঁথিগত বিদ্যার্জন আর প্রাচীর বেষ্টিত শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়নে ছাত্রজীবন স্রোতহীন মরাগাঙ-এর মতোই থেকে যায়। জীবনের এ মন্থরতা ও আবদ্ধতাকে এড়িয়ে ছাত্রমনের নীরস চৌকাঠ ভেঙে গতি সঞ্চালনের লক্ষ্যে ভ্রমণ অপরিহার্য। ভ্রমণ অন্ধজনের পুঁথিকাব্য, ভ্রমণের মাধ্যমেই ছাত্রমনে পুরানকে পায়ে ঠেলে নতুনকে গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়।

ভ্রমণ শিক্ষার সর্বোচ্চ বাহন আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ উন্নত দেশে শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদের ভ্রমণ বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষে কিংবা ছুটিতে ঐতিহাসিক স্থান, দৃশ্য অবলোকনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারে— যা গ্রন্থগত বিদ্যার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমারা ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করি। এ পুথিগত বিদ্যা হতে অর্জিত জ্ঞান ও ধারণা অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ। এসব বিষয় সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য দরকার শিক্ষার সাথে স্বদেশ-বিদেশ ভ্রমণ। ভূগোলে ছাত্ররা যে নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, যাতায়াত ব্যবস্থা, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, বিচিত্র প্রাণীর কথা পাঠ করে, ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করলে এ শিক্ষা ছাত্রদের কাছে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। আবার ইতিহাস পুস্তকে যে সব ঐতিহাসিক স্থানের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে, ছাত্ররা সেই স্থানসমূহ স্বচক্ষে দেখলে ইতিহাসের প্রাচীন কাহিনী তাদের আর মুখস্থ করতে হতো না, চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ধরা দিত। ইতিহাস ছাত্রদের কাছে বর্তমান হয়ে দাঁড়াত। এভাবে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধীত বিদ্যা পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করা দরকার। ভ্রমণকে Extra curriculum হিসাবে বিবেচনার দিন আর নেই। উন্নত দেশের মতো এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষামূলক ভ্রমণ curriculum বা শিক্ষা সহযোগী হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

মুখস্থ ইতিহাস, ভূগোল অল্পদিনেই শিক্ষার্থীরা ভুলে যায়। আর ভোলাটাও স্বাভাবিক, কারণ মানুষের ব্রেন্‌তো আর কৃত্রিম মেশিন নয়। অতিরিক্ত তথ্য দিলে কম্পিউটারেও

পাঠ্যসূচীতে ভ্রমণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে দেখা যাবে মাস্টার্স ডিগ্রীলব্ধ অনেকেই দেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত হবে। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দেশে এখন বহু মাস্টার্স ডিগ্রীধারী আছেন যাঁরা স্বীয় থানারও ইতিহাস, ভূগোল অজ্ঞাত।

ওভারলোড হয়। আর মানুষ তাই অনেক তথ্য মুখস্থ রাখতে পারে না, তবে প্রত্যক্ষ করলে মুখস্থের চেয়ে বেশি তথ্য মেমোরিতে রাখা যায়। তাই শুধু লিখিত পরীক্ষা নয় ভাইভা (viva-voice) বা মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ সমাপন করে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেও ভাইভায় অনেকেই কিছু বলতে পারে না। এজন্য ভাইভার ওপর সকল শ্রেণীতে জোর দেয়া উচিত।

আর সকল পরীক্ষায় শিক্ষামূলক ভ্রমণের ওপর ভাইভা থাকা দরকার এবং এর জন্য ২৫ নম্বর বন্টন করা যায়। এসএসসি স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ থানা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং নিজ থানার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, কৃষি-বনজ-খনিজ, মৎস্য ও পশুসম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে এবং মোট ২৫ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। তদ্রুপ এইচএসসি স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ জেলা, ডিগ্রী লেবেলে নিজ বিভাগ এবং মাস্টার্স-এ নিজ দেশ ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া দরকার। এভাবে শিক্ষা স্তরের সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ-বিদেশ ভ্রমণলব্ধ জ্ঞান আহরণে সমর্থ হবে।

পাঠ্যসূচীতে ভ্রমণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে দেখা যাবে মাস্টার্স ডিগ্রীলব্ধ অনেকেই দেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত হবে। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দেশে এখন বহু মাস্টার্স ডিগ্রীধারী আছেন যাঁরা স্বীয় থানারও ইতিহাস, ভূগোল অজ্ঞাত।

আমাদের মতো অশিক্ষিত, দরিদ্র, উন্নয়নশীল, নদীমাতৃক ও অপর্যাপ্ত যানবাহনের দেশে পাঠাক্রমে ভ্রমণ বিষয় চালু যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ। তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব শিক্ষা লাভের জন্য ধীরে ধীরে সকল শ্রেণীতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বিষয় চালু অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গাড়ি, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি পালাক্রমে ব্যবহার করা যায়। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, শিক্ষাবোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু গাড়ি, ভ্যান, রিক্সা, স্পীডবোট, ট্রলার ইত্যাদি (যে ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন) যানবাহন সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষা বিস্তারে তৎপর এনজিওগুলো যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ফান্ড দিয়েও কিছু যানবাহন ও ভ্রমণ সহযোগী দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে। এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজস্ব তহবিল ও ডোনারদের সহযোগিতায় 'সাইক্লিং ক্লাব' কিংবা 'নৌকা ভ্রমণ সংঘ' গঠন করতে পারে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এ ক্লাব বা সংঘের মাধ্যমে শিক্ষা শেষে বা পরীক্ষান্তে বা অবসরে শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারে। শিক্ষাভ্রমণ বিষয় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হলে একদিন এদেশের ছাত্র- ছাত্রীরাও মনীষী গ্যেটের মতো বলতে পারবে 'সমগ্র বিশ্বই আমার স্বদেশ'।

এস এম আলী আজম